**বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ-২০১৯**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ঢাকা, বুধবার, ২৪ আশ্বিন ১৪২৬, ০৯ অক্টোবর ২০১৯

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

প্রিয় শিশু-কিশোর সোনামণিরা ও

উপস্থিত সুধিমণ্ডলী,

**আসসালামু আলাইকুম।**

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আয়োজিত বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ-২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশুকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০-লাখ শহিদ ও ২-লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই কৃতজ্ঞতা।

আজকের শিশুরা আগামী দিনের কর্ণধার। তারাই আগামীতে বিশ্ব পরিচালনায় নেতৃত্ব দেবে, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এজন্য শিশুদের যোগ্যতম নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এ বছর বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে - আজকের শিশু আনবে আলো, বিশ্বটাকে রাখবে ভালো।

**ছোট্ট সোনামণিরা,**

জাতির পিতা শিশুদের গভীরভাবে ভালোবাসতেন। এ কারণে তাঁর জন্মদিনকে শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে আমরা ‘জাতীয় শিশুদিবস’ পালন করছি।

জাতির পিতা ছাত্রজীবন থেকেই দরিদ্র-অসহায় সহপাঠীদের সাহায্য করতেন। তাদেরকে আপন করে নিতেন। আমি চাই তোমরা জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে সবসময়ই দরিদ্র, অসহায় ও প্রতিবন্ধী শিশুদের পাশে দাঁড়াবে।

তোমাদের মত আমারও একটি ছোট্ট ভাই ছিল। আমি তোমাদের মাঝে আমার সেই ছোটভাই রাসেলকে খুঁজে ফিরি।

তোমাদের জন্য জাতির পিতা এই সুন্দর দেশ দিয়ে গেছেন। তিনিই এ দেশের শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করে দিয়েছেন। মেয়েদের শিক্ষা মাধ্যমিক পর্যন্ত অবৈতনিক করে দেন। শিশুদের অধিকার যাতে নিশ্চিত হয়, তার জন্য জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে শিশু আইন প্রণয়ন করেন। তখনও জাতিসংঘ শিশুদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য আইন প্রণয়ন করেনি। জাতিসংঘ আইন করেছিল ১৯৮৯ সালে।

আমার প্রত্যাশা, তোমরা বড় হয়ে জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে তাঁর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ গড়ে তুলবে। বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে মর্যাদাপূর্ণ আসনে তুলে ধরবে।

**প্রিয় সুধিমণ্ডলী,**

শিশুদের দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশসহ সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। শিশুশ্রম নিরসন নীতি-২০১০, জাতীয় শিশুনীতি-২০১১, শিশু আইন-২০১৩ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আইন ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আইন-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

আমরা পথশিশু, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া ও প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছি। শিশুর শিক্ষা ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে স্কুলে মিড-ডে-মিল চালু করেছি। হতদরিদ্র ও ছিন্নমূল শিশুদের জন্য আমরা শিশু বিকাশ কেন্দ্র কার্যক্রম প্রসারণ করেছি। চা-বাগান ও গার্মেন্টস কর্মীদের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার স্থাপন করেছি। সকল শিশুর সমঅধিকার নিশ্চিত করে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।

**সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,**

আমাদের শিশুরা যাতে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে এবং প্রযুক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে কম্পিউটার শিক্ষা, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও কম্পিউটার ল্যাব তৈরি করে দিচ্ছি। প্রতিটি জেলায় একটি করে ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবসহ সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমরা শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করেছি।

শিক্ষার্থীদেরকে বিনামূল্যে বই বিতরণ করছি। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল বইয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য তাদের ভাষায় বই দেওয়া হচ্ছে। শিশুদেরকে অধিক হারে পাঠে মনোযোগী করে তোলার লক্ষ্যে শিশু একাডেমি থেকে ৯০০ এর অধিক শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। শিশুদের জন্য জাতির পিতার জীবন ও কর্মভিত্তিক গ্রন্থ প্রকাশ এবং পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সংযোজন করা হয়েছে।

শিশু নির্যাতন রোধ ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আমরা জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছি। শিশুর সুরক্ষা এবং শিশু মৃত্যু রোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে।

**উপস্থিত সুধিমণ্ডলী,**

বাংলাদেশ একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আজকের শিশুরা ক’দিন পরেই মেট্রোরেলে চড়বে। স্বপ্নের পদ্মাসেতু দেখবে। আজ শিশু একাডেমিতে প্রথম জাতীয় শিশু চিত্রকলা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলাম। আমি মনে করি, এসব ক্ষুদে চিত্রশিল্পীদের মধ্য থেকে উঠে আসবে আগামী দিনের জয়নুল আবেদিন, এস এম সুলতান, কামরুল হাসান-এর মত স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী।

আমরা চাই আজকের শিশুরা হবে আমাদের স্বপ্নের সত্যিকার উত্তরাধিকার। সুবিধাবঞ্চিত ও স্বল্প সুবিধাপ্রাপ্ত শিশুদের দোরগোড়ায় উন্নত জীবনমানের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিয়ে আমরা সৃষ্টি করতে চাই একটি কল্যাণমুখী সুষম শিশুবান্ধব পরিবেশ। আমরা চাই ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর সবটুকু সুবিধা আমাদের শিশুরাও ভোগ করবে। তবে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার যাতে নেতিবাচক না হয় সেদিকে সকলের লক্ষ্য রাখতে হবে।

আমি জানি, সবার ঘরে ঘরে মোবাইল ফোন আছে। ছোট্ট সোনামণি বন্ধুরা, শুনে রাখো- খেলতে হবে মাঠে। মোবাইল ফোনে নয়। মাঠে না গেলে তুমি আকাশ দেখতে পাবে না। পাখির উড়াউড়ি দেখতে পাবে না। প্রজাপতি চিনতে পাবে না। নিয়মিত লেখাপড়ার পাশাপাশি সৃজনশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকতে হবে। মা-বাবার কথা শুনতে হবে, বড়দেরকে শ্রদ্ধা করতে হবে।

**প্রিয় অভিভাবক ও সুধিবৃন্দ,**

অভিভাবকদের কাছে আমার অনুরোধ শিশুদের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলুন কেননা এই শিশুরাই একদিন বড় হয়ে আলো ছড়াবে। সত্য, সুন্দর এবং সততার সঠিক চর্চার মধ্য দিয়ে শিশুদের গড়ে তুলতে পারলে আগামী দিনের বাংলাদেশ হয়ে উঠবে আরও সমৃদ্ধ। তাই আদর, স্নেহ, ভালোবাসার পাশাপাশি শিশুদের প্রতি এমন আচরণ প্রকাশ করুন, যাতে সে নিরাপদ বোধ করে।

বিদ্যালয় হবে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের চারণক্ষেত্র। শিশুদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানাতে হবে। স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুরা আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

আসুন, আমরা আলোকিত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে শিশুদেরকে হ্যাঁ বলি। শিশুদের জন্য নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। শিশুর প্রতি সহিংস আচরণ এবং সকল ধরনের নির্যাতন বন্ধ করার জন্য আমি সমাজের সর্বস্তরের জনগণের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি।

আজকের শিশু আনবে আলো, বিশ্বটাকে রাখবে ভালো- এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ-২০১৯-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...